ভোরের কাগজ

JUL 25

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মিথ্যার পর মিথ্যা বলে গেলেন ভিসি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : শামসুন্নাহার হলে গত মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে সাধারণ ছাত্রীদের ওপর পুরুষ পুলিশের বর্বরতার করুণ কাহিনী সম্পর্কে পরিষ্কার মিথ্যার পর মিথ্যা কথা বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী। ঘটনার ১২ ঘণ্টা পরও দাবি করেছেন যে, এই হামলা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। উপাচার্য কোনো হলে বহিরাগত না থাকার কথা বললেও শামসুন্নাহার হলের ঘটনাটি ঘটেছে ৫ জন বহিরাগত ছাত্রীকে হল থেকে বহিষ্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে।

উপাচার্য ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী

গতকাল বিকালে উপাচার্যের বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপাচার্য শামসুন্নাহার হলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা ছিল মিথ্যায় ভরপুর। শামসুন্নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুলতানা শফির বিরুদ্ধে বিষাদগারসহ প্রতিটি ঘটনা তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। অনেক কিছু জেনেও তিনি না জানার ভান করছেন।

তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, আপনারা আমাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে কোনো প্রশ্ন করবেন না। উপাচার্য তার লিখিত বক্তব্যে বলেছেন, গত ডিসেম্বর/জানুয়ারি মাস থেকে ছাত্রীদের একটি অংশ হলের প্রাধ্যক্ষ সুলতানা শফির বিরুদ্ধে নগ্ন দলীয়করণ, দুর্নীতি, অনিয়ম ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলে। আসলে যারা অভিযোগ এনেছে তারা ছাত্রদলের একটি অংশ একথা সবাই জানলেও তিনি বলেননি। তিনি বলেন, অনুগত ছাত্রীদের নিয়ে প্রাধ্যক্ষ উদ্ভূত পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলেন। আসলে অনুগত ছাত্রীরা হচ্ছেন ছাত্রদলের নেত্রীরা ব্যতীত হলের সকল সাধারণ ছাত্রী। উপাচার্য বলেছেন, ছাত্রীরা মিছিল নিয়ে আমার অফিসে এসে মেয়াদ শেষের পরেও ঐ

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

মিথ্যার পর মিথ্যা

● প্রথম পাতার পর

প্রাধ্যক্ষকে আরো এক টার্ম নিয়োগদানের অন্যায় দাবি তোলে। এ পরিস্থিতিতে আমি প্রাধ্যক্ষের সঙ্গে বারবার টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। অথচ গতকাল বিকাল থেকে সুলতানা শফির সঙ্গে ভোরের কাগজের কয়েকবার টেলিফোনে কথা হয়, বরং ঐ সময় ভোরের কাগজ থেকে উপাচার্যের সঙ্গে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, প্রাধ্যক্ষের অনুরোধে সন্ধ্যার পরে একদল মহিলা পুলিশ ও ৪ জন সহকারী প্রক্টরকে হলে পাঠালেও সুলতানা শফি তিনি তাদের কোনো সহযোগিতা করেননি। অথচ প্রাধ্যক্ষ সহকারী প্রক্টরদের ৫ জন বহিরাগতকে বারবার হল থেকে নিয়ে যেতে বললেও তারা প্রাধ্যক্ষের কথায় কর্ণপাত করেননি। তিনি বলেছেন, প্রাধ্যক্ষের নির্দেশে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রীরা চারজন সহকারী প্রক্টর ও বেশকিছু ছাত্রীকে একটি কক্ষে রাত ৪টা পর্যন্ত জিম্মি করে রাখে। অথচ পুলিশ মেয়েদের ওপর রাত ৩টায় যে ঝাঁপিয়ে পড়ে: সে কথা তিনি বলেননি।

উপাচার্য বলেন, প্রাধ্যক্ষের উসকানিতে কিছু ছাত্রী অন্যায় ও অনিয়মের প্রতিবাদকারী ছাত্রীদেরকে বহিরাগত হিসেবে আখ্যায়িত করে হল থেকে বের করে দেওয়ার দাবি তোলে এবং ছাত্রীরা রাত সাড়ে ৩টার দিকে প্রতিবাদকারী ছাত্রীদের রুমে হামলা চালায়। হলের বহিরাগত ছাত্রদলের কয়েকজন নেত্রীকে তিনি প্রতিবাদী বলেছেন, আর হলের শত শত সাধারণ ছাত্রীকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

এছাড়া ক্যাম্পাসে বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি পদত্যাগ করবেন কিনা সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ক্যাম্পাসে এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয়নি যার জন্য আমি পদত্যাগ করবো। ছাত্রীদের হলে পুরুষ পুলিশের হামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, যারা সন্ত্রাসী তাদের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী ধরে নিলে, হামলা করলে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার কি আছে?

উপাচার্যের নজিরবিহীন মিথ্যাচারের কাহিনীর শেষ পর্যায়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমি অনেক কিছু জানি না। আমার যদি কোনো গাফিলতি থাকে তাহলে দয়া করে আপনারা আমাকে জানাবেন।